আন্তন চেখভ

কাশ্তানকা





আন্তন চেহভ

কাশ্তান্কা



অনুবাদ: **অনিমেষ পাল**
অঙ্গসজ্জা: **রুবেন ভার্দিজগুল্যান্ৎস**

А. ЧЕХОВ
КАШТАНКА

на языке бенгали

সূচি



প্রথম অধ্যায়
দুষ্টুমি

ছোট্ট একটা বাদামী কুকুর। জাতে দো-আঁশলা। মুখখানা একদম শেয়ালের মতো। ফুটপাতের ওপর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল আর অস্থির হয়ে তাকাচ্ছিল এপাশে ওপাশে। মাঝে মাঝেই কুকুরটা থামছে আর কাঁদছে, আর ঠান্ডায় জমে-যাওয়া একটা-না-একটা পা উঁচু করে মনে মনে আঁচ করার চেষ্টা করছে—ও যে হারিয়ে গেল এটা কেমন করে হল?

দিনটা ওর কেটেছে কেমন করে আর কেমন করেই বা শেষকালে ও এই অচেনা ফুটপাতে এসে পড়ল তা ওর পরিষ্কার মনে আছে।

দিনের শুরুটা সেই তখন। ওর মনিব ছুতোর-মিস্ত্রি লুকা আলেক্সান্দ্রিচ্ টুপি মাথায় দিয়ে লাল রুমালে জড়ানো কাঠের কি একটা জিনিস বগলদাবা করে হাঁক পাড়ল:

'কাশ্‌তান্‌কা, চল! যাওয়া যাক।'

নিজের নাম শুনতে পেয়েই দো-আঁশলা কুকুরটি বেরিয়ে এল মিস্ত্রির টেবিলের তলা থেকে — সেখানে কাঠের চাঁছিগুলোর উপর ও ঘুমোচ্ছিল। মিষ্টি করে আড়মোড়া ভেঙে ও দৌড়ে গেল মনিবের পিছু পিছু। লুকা আলেক্সান্দ্রিচের খদ্দেররা থাকত সব ভীষণ দূরে দূরে। এতদূরে যে তাদের প্রত্যেকের কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগে গায়ে একটু জোর করে নেবে বলে ছুতোরকে একেকবার খানিকক্ষণের জন্য ঢুকতে হচ্ছিল সরাইখানায়। কাশ্‌তান্‌কার মনে পড়ল রাস্তায় ও খুব বাড়াবাড়ি রকমের অসভ্যতা করেছিল। ওকে বেড়াতে আনা হয়েছে এই আনন্দে ও লাফালাফি করেছে, ঘেউঘেউ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঘোড়ায়-টানা ট্রামগাড়িগুলোর ওপর, অন্য সব কুকুরদের তাড়া করে ঢুকে গিয়েছে আশেপাশের

বাড়ির উঠোনে। ছুতোর ওকে দেখতে না পেয়ে মাঝে মাঝে থামছিল আর রেগে গিয়ে চীৎকার করে ওকে ডাকছিল। একবার সে ওর শেয়ালের মতো কানটা ধরে আচ্ছা করে মলে দিয়ে থেমে থেমে বললে, 'তুই মর্! কলেরা হয়ে মর্!'

খদ্দেরদের সঙ্গে দেখা করে লুকা আলেক্সান্দ্রিচ গেল বোনের বাড়িতে অল্প কিছুক্ষণের জন্য। সেখানেও পান-ভোজন হল। তারপর বোনের বাড়ি থেকে এক জানাশোনা দপ্তরীর কাছে; দপ্তরীর কাছ থেকে আবার সরাইখানা; সরাইখানা থেকে তার কুটুমের কাছে। এক কথায় কাশ্তান্কা যখন অচেনা ফুটপাতটায় এসে পড়ল তখন সন্ধে হয়ে গেছে, বদ্ধ মাতাল হয়ে পড়েছে ছুতোর। হাত পা ছুড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বিড়বিড় করে বকছিল:

'গর্ভধারিণী, জন্ম দিলি গো পাপে! কত পাপ গো! এইতো, এখন আমরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি; আলোগুলোকে দেখছি! কিন্তু যেই মরব!.. নরকের আগুনে পুড়তে থাকব!'

কখনো আবার খোশমেজাজে কাশ্তান্কাকে কাছে ডেকে নিয়ে সে বলছিল:

'তুই কাশ্তান্কা নেহাতই একটা পোকা, আর কিছু তো নোস্! কিন্তু মানুষের সঙ্গে তোর তফাৎ কী, যেমন ছুতোরের সঙ্গে আসবাব-মিস্ত্রির।'

এমনি করে সে যখন কাশ্তান্কার সঙ্গে আলাপ করছে — তখন হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। কাশ্তান্কা তাকিয়ে দ্যাখে রাস্তা দিয়ে একদল সেপাই ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। বাজনার চোটে ওর মেজাজ গেল বিগড়ে, সহ্য করতে না পেরে ছুটোছুটি করে ঘেউঘেউ করতে লাগল। অথচ ভারী তাজ্জব হয়ে দেখল ছুতোর কিন্তু ঘাবড়েও যাচ্ছে না, 'ঘেউঘেউ'ও করছে না। খালি একগাল হেসে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ আঙুল টুপিতে ঠেকিয়ে সে সেলাম ঠুকছে। মনিব আপত্তি করছে না দেখে কাশ্তান্কা আরো জোরে জোরে ঘেউঘেউ করতে লাগল, আর সব কিছু ভুলে গিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে ছুটল উল্টো দিকের ফুটপাতে।

ওর যখন চৈতন্য হলো, তখন বাজনাও বাজছে না, সেপাইয়ের দলও আর নেই। আবার রাস্তার মধ্য দিয়ে ছুটে এল ও সেই জায়গায় — ঠিক যেখানে মনিবকে ও ছেড়ে গিয়েছিল; কিন্তু হায় কপাল, কোথায় ছুতোর? ও একবার সামনে ছোটে,



একবার পেছনে, আবার দৌড়োয় রাস্তার মধ্য দিয়ে — কিন্তু ছুতোর যেন মাটির মধ্যে হঠাৎ তলিয়ে গেছে!.. কাশ্‌তান্‌কা ফুটপাত শুঁকতে শুরু করে দিল — পায়ের গন্ধে যদি মনিবকে খুঁজে পায় এই আশায়। কিন্তু একটু আগেই কোন পাজী নতুন রবারের জুতো পায়ে চলে গেছে আর রবারের উৎকট গন্ধে সমস্ত হাল্‌কা গন্ধটুকু নষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই এখন কিছু আন্দাজ করা অসম্ভব।

কাশ্‌তান্‌কা সামনে পেছনে ছুটোছুটি করে কিন্তু মনিবকে আর খুঁজে পায় না। ওদিকে অন্ধকার হয়ে আসছিল। রাস্তার দুপাশে আলো জ্বলে ওঠে। বাড়িগুলোর জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যায় বাতির আলো। খুব ঘন হয়ে ফেঁসো ফেঁসো বরফ পড়তে থাকে; রাস্তা আর ঘোড়াদের পিঠ আর কোচোয়ানদের টুপি সাদা হয়ে উঠতে থাকে বরফে। আকাশে আঁধার যতই ঘনিয়ে আসছে ততই সব জিনিস সাদা হয়ে উঠছে। কাশ্‌তান্‌কার দৃষ্টি আড়াল করে, পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে অচেনা সব 'খদ্দের'রা কেবলি আসছিল আর যাচ্ছিল। (দুনিয়ার তাবৎ মানুষকে দুটো খুব অসমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছিল কাশ্‌তান্‌কা: এক হল মনিব, আর হল খদ্দের; দুদলের মধ্যে মোদ্দা তফাৎ হল — ওকে ঠ্যাঙানোর অধিকার ছিল প্রথম দলের, আর ওর ছিল দ্বিতীয় দলের পোষাক কামড়ে ধরার অধিকার)। খদ্দেররা তাড়াহুড়ো করে কোথায় যে যাচ্ছে! ওর দিকে কেউ নজরই দেয় না!

যখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন ভয় আর হতাশা কাশ্‌তান্‌কাকে পেয়ে বসল। একটা দেউড়ির কাছে গিয়ে ও আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। লুকা আলেক্সান্দ্রিচের সঙ্গে সারাদিন ঘোরাঘুরি করে ও কাবু হয়ে পড়েছিল; কান আর পা জমে গেছে ঠান্ডায়, তার ওপর আবার ওর ভীষণ খিদে পেয়েছে। সারাদিনে মাত্র বার দুয়েক ও দাঁতে কাটতে পেরেছে; দপ্তরীর ওখানে খেয়েছিল খানিকটা লেই আর এক সরাইখানায় পেয়েছিল খানিকটা সসেজের খোসা — ব্যস ঐটুকুই। ও যদি মানুষ হত তবে নির্ঘাৎ ভাবত:

'নাঃ, এমনি করে তো বাঁচা যায় না! এর চেয়ে গুলি খেয়ে মরা ভাল!'

দ্বিতীয় অধ্যায়
রহস্যময় অচেনা লোক

কিন্তু ও কিছুই ভাবছিল না, কাঁদছিল শুধু। যখন ঘন নরম বরফে ওর সারা পিঠ, মাথা লেপটে গেছে আর ক্লান্তিতে গাঢ় ঘুমের মধ্যে ও ডুবে যাচ্ছে তখন হঠাৎ দেউড়ির দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে ওর গায়ে এসে লাগল। লাফিয়ে উঠল ও। 'খদ্দের' শ্রেণীর একজন লোক খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। কাশ্‌তান্‌কা কেঁউকেঁউ করে তার পায়ের উপর গিয়ে পড়তে সে ওর দিকে আর লক্ষ্য না করে পারল না। ঝুঁকে সে জিজ্ঞেস করল:

'কুকুর তুই কোত্থেকে রে? মাড়িয়ে দিলাম নাকি? আহা বেচারা... যাকগে, যাকগে, রাগ করিস না... আমারই দোষ।'

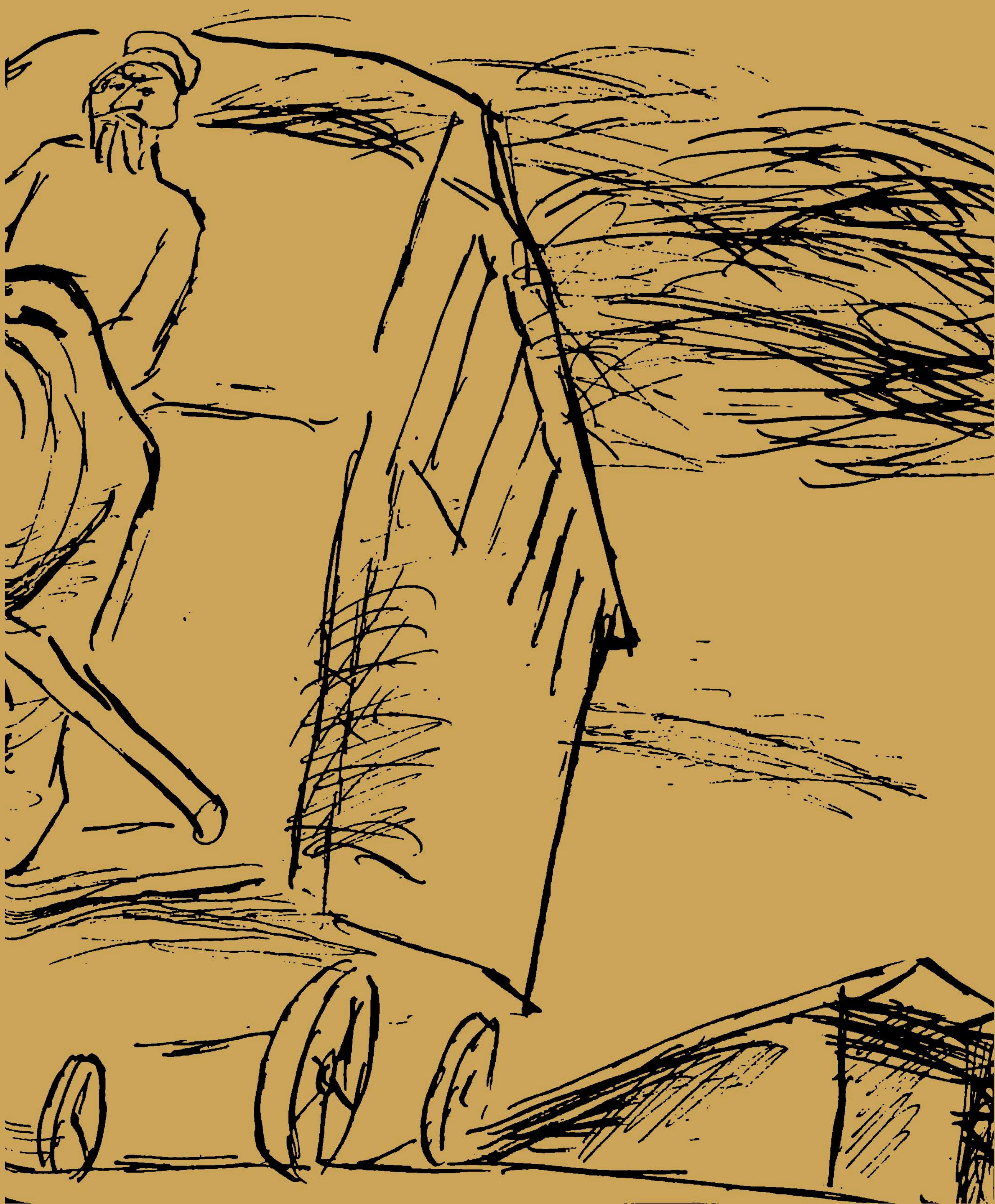
চোখের পাতার উপর ঝুলে-পড়া বরফের ফাঁক দিয়ে কাশ্‌তান্‌কা অচেনা লোকটির দিকে তাকাল — দেখল ওর সামনে একজন বেঁটে, মোটা, দাড়ি-কামানো গোলগাল মুখওয়ালা লোক, মাথায় একটা বেলনের মতো টুপি আর গায়ে একটা বোতাম-খোলা ফার কোট।

হাত দিয়ে ওর পিঠ থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বলে চলল, 'কুঁইকুঁই করছিস কেন? তোর মনিব কোথায়? নিশ্চয়ই হারিয়ে গিয়েছিস! আহা বেচারা! তাহলে কি করা যায়?'

অচেনা লোকটির গলায় একটা উষ্ণ আন্তরিকতার সুর ধরতে পেরে কাশ্‌তান্‌কা তার হাত চাটতে লাগল আর করুণভাবে কুঁইকুঁই করতে লাগল।

অচেনা লোকটি বলল, 'আরে, তুই বেশ ভালো তো, মজার দেখতে! ঠিক শেয়ালের মতো। তা কি আর করা যাবে, আমার সঙ্গেই চলে আয়। কাজেও লেগে যেতে পারিস। নে... চ্চু-চ্চু-চ্চু!'





ঠোঁট দিয়ে শব্দ করল লোকটা। হাত নেড়ে ইশারা করল। সে ইশারার একমাত্র মানে হতে পারে — চল্ চল্! কাশ্‌তান্‌কাও চলল।

আধঘণ্টার বেশি হবে না, কাশ্‌তান্‌কা ততক্ষণে একটা মস্ত আলো-ঝলমল ঘরের মেঝের উপর মাথাটা একদিকে কাত করে বসেছে আর আদুরে আদুরে ভাব করে আগ্রহের সঙ্গে অচেনা লোকটির দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি তখন টেবিলে বসে রাতের খাবার খাচ্ছে। খাচ্ছিল আর ওর দিকে এক আধটুকরো খাবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল... প্রথমে সে ওকে দিল রুটি আর পনীরের উপরের সবুজ সর, তারপর দিল একটুকরো মাংস, আধটুকরো পিঠে, মুরগির হাড়; কিন্তু খিদের চোটে এ-সব ও এত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলল যে স্বাদ বোঝার মত সময়ই ও পেল না। আর যতই ও খেতে লাগল ততই ওর বেশি করে খিদে পেতে লাগল।

প্রচণ্ড লোভে, না-চেবানো হাড়গুলো ও যেভাবে গিলছিল তা দেখে অচেনা লোকটি বলল:

'তোর মনিবরা তো দেখছি তোকে খুবই খারাপ খাওয়ায়! তুই কি রোগা-পটকা রে! হাড্ডি চামড়া সার...'

কাশ্‌তান্‌কা খেল প্রচুর, কিন্তু তবু ওর পেট ভরে খাওয়া হল না; শুধু কেমন একটা নেশা এসে গেল। খাওয়ার পরে ও ঘরের মাঝখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল, পাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে আর বেশ একটা গা ছেড়ে-দেওয়া আমেজে লেজ নাড়তে লাগল। ইতিমধ্যে ওর নতুন মনিব একটা আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট টানতে লেগে গেছে; লেজ নাড়তে নাড়তে ও ভাবতে লাগল — কোনটা ভাল? এই অচেনা লোকটির কাছে? না ছুতোর-মিস্ত্রির কাছে? অচেনা এই লোকটির ঘরে আসবাবপত্র খুবই কম, দেখতেও মোটেই সুন্দর নয়; কয়েকটি ইজিচেয়ার, সোফা, বাতি আর একটা গালিচা ছাড়া তার আর কিছুই নেই। ঘরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কিন্তু ছুতোর-মিস্ত্রির ওখানে সারা ফ্ল্যাট একদম জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি; কাঠের কাজের টেবিল, এমনি টেবিল, রেঁদা,

বাটালি, নানা রকমের করাত, পাখির খাঁচা, গামলা, আরো কত কি। অচেনা লোকটির এখানে কোন গন্ধই পাওয়া যায় না, কিন্তু মিস্ত্রির ফ্ল্যাটে কুয়াশা তো সারাক্ষণ লেগেই থাকে আর লেই, বার্নিশ, কাঠের চাঁছির গন্ধে ভুরভুর করে। অন্যদিকে অচেনা লোকটির কাছে একটা মস্ত সুবিধে আছে — প্রচুর খেতে দেয়। তাছাড়া একটা ন্যায্য কথাও বলা উচিত। যখন কাশ্‌তান্‌কা টেবিলের সামনে বসেছিল আর আদুরে আদুরে ভাব করে তার দিকে তাকাচ্ছিল সে তখন একবারও ওকে মারে নি, পা দিয়ে ঠেলে নি; একবারও চেঁচিয়ে বলে নি, 'ভাগ্‌ এখান থেকে, হ্যাংলা কোথাকার!'

চুরুট খেয়ে নতুন মনিব বেরিয়ে গেল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ছোট্ট একটা তোষক হাতে করে সে ফিরে এল। সোফার কাছে এককোণে তোষকখানা পেতে দিয়ে সে বলল:

'ওরে, এই কুকুরটা, এখানে আয়। এখানে শুয়ে থাক। ঘুমো।'

তারপর সে বাতি নিভিয়ে চলে গেল। কাশ্‌তান্‌কা তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল। রাস্তা থেকে শোনা যাচ্ছিল কুকুরের ডাক। ওর ইচ্ছে হল নিজেও সাড়া দেয় কিন্তু হঠাৎ কি জানি কেন ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল। লুকা আলেক্সান্দ্রিচ আর তার ছেলে ফেদ্যুশ্‌কাকে মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল মিস্ত্রির টেবিলের নিচে আরামের জায়গাটাকেও... ওর মনে পড়ল, শীতের সুদীর্ঘ সন্ধ্যাগুলোতে ছুতোর যখন কাঠ পালিশ করত অথবা জোরে জোরে খবরের কাগজ পড়ত তখন ফেদ্যুশ্‌কা সাধারণত ওর সঙ্গে খেলা করত... সে ওকে পেছনের পা ধরে টেনে বের করে আনত মিস্ত্রির টেবিলের তলা থেকে আর ওর সঙ্গে এমন সব কসরৎ করত যে চোখে একদম সর্ষেফুল দেখত কাশ্‌তান্‌কা। সমস্ত গাঁটে গাঁটে ব্যথা ধরে যেত। ছেলেটা ওকে জোর করে পেছনের পায়ে হাঁটাত; ওকে দিয়ে 'ঘণ্টা বানাত' — মানে প্রচণ্ড টানত লেজ ধরে আর ও কেঁউকেঁউ ঘেউঘেউ করতে থাকত; ওকে শুঁকতে দিত নস্যি... সবচেয়ে যন্ত্রণার ছিল এর পরের কসরৎটা; একটুকরো মাংসের সঙ্গে সুতো বেঁধে খেতে দিত কাশ্‌তান্‌কাকে, ও যখন মাংসটা গিলে ফেলত





তখন সে হো-হো করে হাসতে হাসতে সেটাকে সুতো ধরে টেনে বের করত ওর পেটের ভেতর থেকে। যতই স্পষ্ট হয়ে এসব কথা মনে পড়ে, ততই কাশ্তান্কা করুণ সুরে গোঙাতে থাকে।

কিন্তু একটু বাদে ক্লান্তি আর গরমে ওর বিমর্ষতা চাপা পড়ে যায়... ও ঘুমোতে শুরু করে। স্বপ্ন দ্যাখে, কতগুলো কুকুর দৌড়ে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে একটা বুড়ো ঝাঁকড়া লোমওয়ালা পুড্ল্ কুকুরও আছে। আজই ও কুকুরটাকে দেখেছিল রাস্তায় — চোখে সাদা ছিট আর নাকের কাছে খোঁচা খোঁচা লোম। ফেদ্যুশ্কা একটা বাটালি হাতে পুড্ল্টার পেছনে তাড়া করে যাচ্ছে, তারপর হঠাৎ ওর নিজেরই যেন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম গজিয়ে উঠল। মনের আনন্দে ঘেউঘেউ করতে করতে সে বন্ধু কাশ্তান্কার কাছে হাজির হল। কাশ্তান্কা আর সে বন্ধুর মতো শোঁকাশুঁকি করে ছুটল রাস্তা ধরে...

তৃতীয় অধ্যায়
মজাদার মোলাকাত

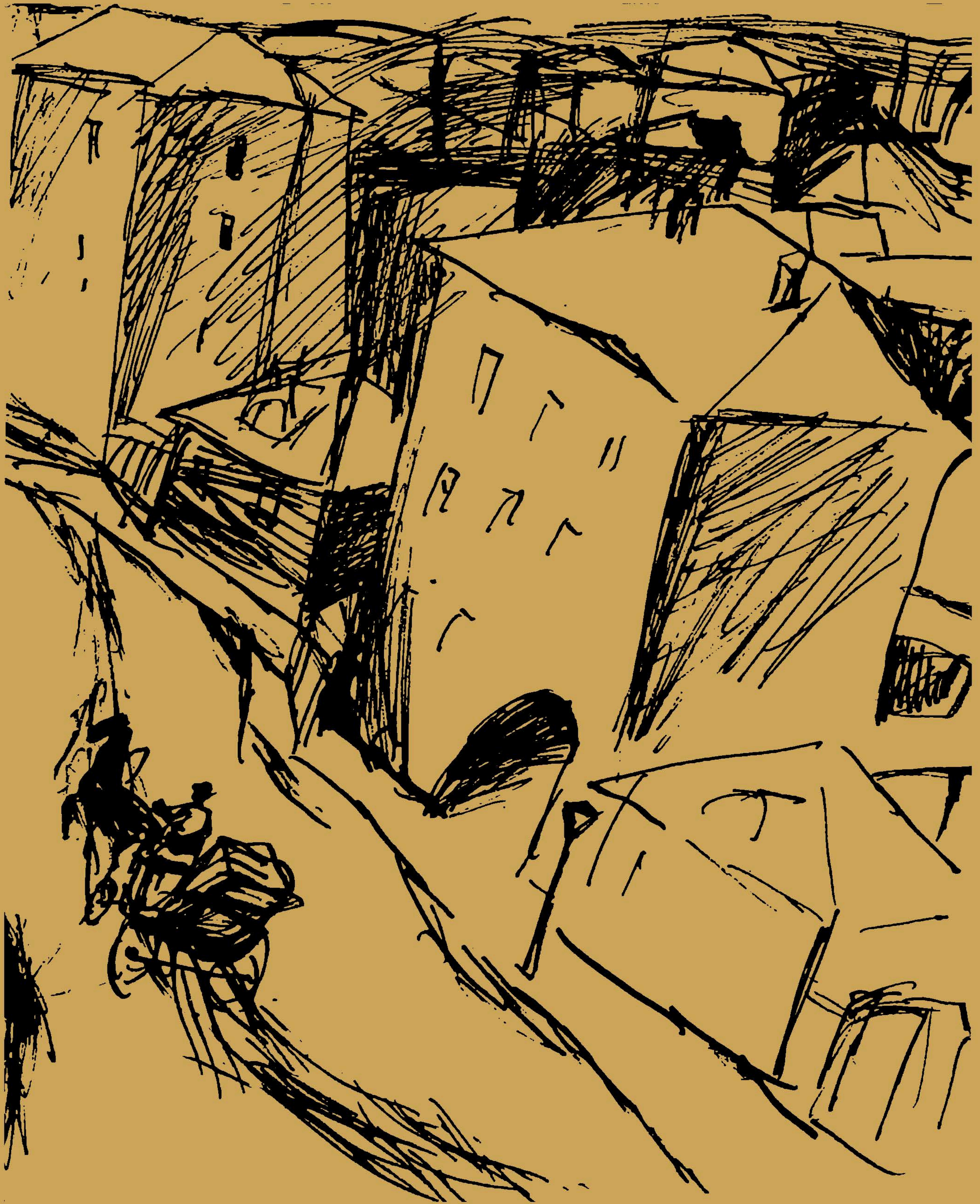
কাশ্তান্কার যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক বেশ ফর্সা হয়ে গেছে, রাস্তা থেকে ভেসে আসছে এমন গোলমাল — শুধু দিনের বেলাতেই যা শোনা যায়। ঘরের মধ্যে জনপ্রাণীটিও নেই। কাশ্তান্কা আড়ি ভেঙে হাই তুলল, তারপর রেগে গিয়ে, মন খারাপ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আসবাবপত্র আর কোণগুলো শুঁকে শুঁকে ও উঁকি দিল হলের মধ্যে, কিন্তু আকর্ষণীয় কিছুই

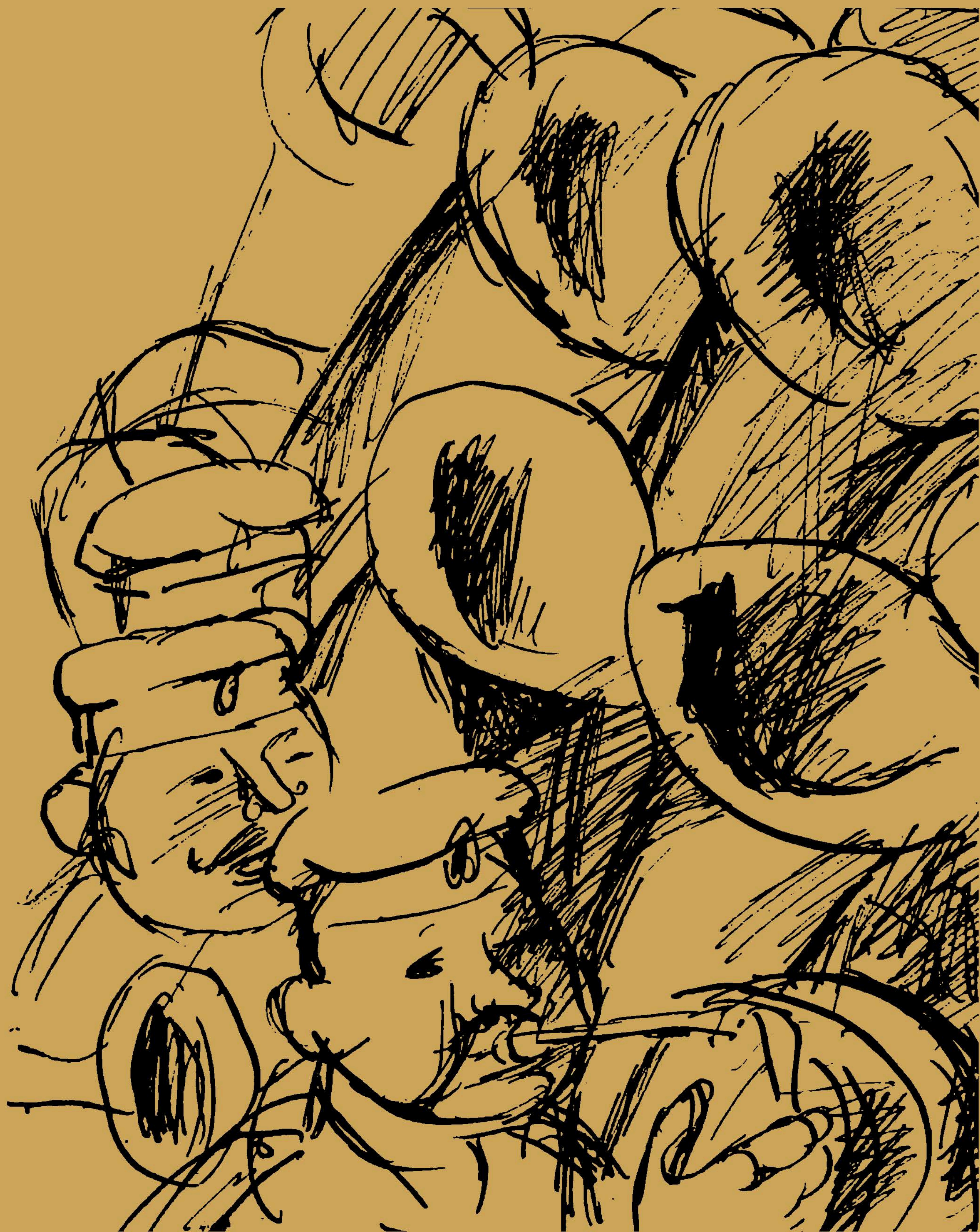
দেখতে পেল না। হলে ঢুকবার দোর ছাড়াও আরেকটা দোর ছিল। ভেবেচিন্তে কাশ্‌তান্‌কা ওর দু'পা দিয়েই আঁচড়ে আঁচড়ে সেটা খুলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল। সেখানে বিছানার উপরে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল খদ্দেরটা। কাশ্‌তান্‌কা চিনতে পারল, কালকের সেই অচেনা লোকটাই বটে।

'গর্‌-র্‌-র্‌...' গুমরে ওঠল ও, কিন্তু কালকের রাতের খাওয়াটা মনে পড়ায় লেজ নেড়ে শুরু করে দিল শুঁকতে।

অচেনা লোকটির জামাকাপড় আর জুতো শুঁকে ও দেখল এগুলোর মধ্যে বেজায় ঘোড়ার গন্ধ। শোবার ঘর থেকে বেরোবার আরো একটা দরজা আছে কিন্তু সেটাও বন্ধ। কাশ্‌তান্‌কা দোরটাকে আঁচড়াতে লাগল, ঠেলতে লাগল বুক দিয়ে, তারপর খুলে ফেলল। তক্ষুণি একটা অদ্ভুত সন্দেহজনক গন্ধ তার নাকে ঢুকল। আশঙ্কা হল বিচ্ছিরি রকমের কাউকে সে দেখতে পাবে। এদিক ওদিক তাকিয়ে থেকে গরগর করতে করতে কাশ্‌তান্‌কা একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়ল। দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ঘরটায় ঢুকে পড়েই কাশ্‌তান্‌কা ভয়ে ভয়ে পেছিয়ে এল। অপ্রত্যাশিত ও ভয়ংকর কী একটা দেখল সে। মাটির দিকে ঘাড় মাথা গুঁজে, ডানা ছড়িয়ে ফ্যাঁসফ্যাঁস করে সোজা ওর দিকে ছুটে এল একটা খয়েরি রংয়ের রাজহাঁস। তার কাছ থেকে একটু দূরে একটা ছোট্ট তোষকের উপর শুয়েছিল একটা সাদা বেড়াল; কাশ্‌তান্‌কাকে দেখেই সে লাফিয়ে উঠল, পিঠখানা ধনুকের মতো বেঁকিয়ে, লেজ গুটিয়ে, লোম খাড়া করে সেও ফোঁস ফোঁস করে উঠল। কুকুরটা কম ভয় পায় নি, তবু সেটা চাপা দেবার জন্যে ঘেউঘেউ করে তেড়ে গেল বেড়ালটাকে। বেড়ালটা আরো জোরে পিঠ বাঁকিয়ে, ধাঁ করে কাশ্‌তান্‌কার মাথায় বসিয়ে দিল এক থাবা। কাশ্‌তান্‌কা পেছিয়ে এল; চার পায়ের উপর বসে, বেড়ালের দিকে নাকটা এগিয়ে দিয়ে জোরে জোরে কানফাটানো চীৎকার জুড়ে দিল; এমনি সময়ে রাজহাঁসটা পেছন থেকে এসে ঠোঁট দিয়ে ওর পিঠে মারল এক ঠোক্কর। কাশ্‌তান্‌কা লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল হাঁসটার দিকে...

'এসব কি হচ্ছে?' একটা মোটা রাগী গলা শোনা গেল আর চুরুট মুখে





ড্রেসিং-গাউন গায়ে অচেনা লোকটি এসে ঢুকল ঘরে। 'এ সবের মানে কি? যা! — যে যার জায়গায় যা!'

বেড়ালটার কাছে গিয়ে সে তার বেঁকে ওঠা পিঠে এক চড় মেরে বলল:

'ফিওদর তিমোফেইচ্, এর মানে কি? ঝগড়া পাকিয়েছিস? বুড়ো পাজী কোথাকার! শুয়ে থাক!'

আর রাজহাঁসটার দিকে ফিরে সে চেঁচিয়ে উঠল:

'ইভান ইভানিচ্, নিজের জায়গায় যা!'

সুবোধ ছেলের মতো বেড়ালটা গিয়ে তার তোষকের উপর শুয়ে পড়ল আর চোখ বুজল। ওর মুখ আর মোচের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে গরম হয়ে উঠে মারামারি করে ফেলায় ও নিজেই ক্ষুব্ধ। কাশ্তান্কা অভিমানে কেঁউকেঁউ করছিল আর রাজহাঁসটা গলা বাড়িয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে আবেগ ভরে কি সব যেন বলছিল কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ কিছু বোঝা গেল না।

হাই তুলতে তুলতে মনিব বলল, 'নে হয়েছে, হয়েছে। বন্ধুভাবে শান্তিতে বসবাস করাই তো উচিত।' সে কাশ্তান্কার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে চলল, 'আর তুই, লালচে, ঘাবড়াবি না... এরা খুবই ভাল লোক। কাউকে চটায় না। দাঁড়া-দাঁড়া — তোকে ডাকব কি বলে? নাম ছাড়া তো চলবে না ভাই।'

অচেনা লোকটি একটুখানি ভাবল তারপর বলল:

'এই ধর, তুই হবিগে — মাসি... বুঝলি? মাসি!'

বার কয়েক 'মাসি' কথাটা আউড়ে সে বেরিয়ে চলে গেল।

কাশ্তান্কা বসে বসে দেখতে শুরু করে। বেড়ালটা তোষকের উপর বসে ঘুমোবার ভাণ করছে। রাজহাঁসটা গলা বাড়িয়ে এপায়ে ওপায়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আবেগভরে প্যাঁকপ্যাঁক করে কি যেন সব বলে চলেছে। বোঝাই যাচ্ছিল সে একজন খুব পণ্ডিত রাজহাঁস; প্রত্যেকটি লম্বা লম্বা বক্তৃতার শেষে সে এক পা পিছিয়ে এসে ভাব করছিল যেন তার বক্তৃতায় সে খুশি। তার বক্তৃতা শুনে — গর্-র্-র্ করে তাকে কী একটা উত্তর দিয়ে কাশ্তান্কা কোণগুলো শুঁকতে শুরু

করে দিল। এক কোণে একটা ছোট্ট গামলায় ও দেখতে পেল ভিজানো মটর আর ভেজা রুটির খোসা। ও মটর চেখে দেখল—ভাল না! তারপর চাখল রুটির খোসা—খেতে শুরু করল সেগুলো। একটা অচেনা কুকুর তার খাবার খেয়ে ফেলছে এতে কিন্তু রাজহাঁসটি একটুও চটল না, বরং আরো আবেগ দিয়ে প্যাঁকপ্যাঁক করে উঠল; ভরসা দেবার জন্যে গামলার কাছে গিয়ে কতগুলো মটর খেল।

চতুর্থ অধ্যায়

কাঠের ফ্রেমে আজব খেলা

খানিক পরে অচেনা লোকটি আবার ঢুকল। তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত জিনিস। সেটা দেখতে দরজার ফ্রেমের মতো। এবড়োখেবড়ো কাঠের ফ্রেমের উপরের কাঠটা থেকে ঝুলছিল একটা ঘণ্টা আর তাতে বাঁধা ছিল একটা পিস্তল। ঘণ্টার দোলক থেকে আর পিস্তলের ঘোড়া থেকে দুটো দড়ি ঝুলছে।

অচেনা লোকটি ফ্রেমটাকে ঘরের মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন সব বাঁধাবাঁধি করল তারপর রাজহাঁসটার দিকে তাকিয়ে বলল:

'ইভান ইভানিচ, এগিয়ে আয়!'

রাজহাঁসটা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

অচেনা লোকটি বলল:

'আচ্ছা, একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করা যাক। সবার আগে সকলকে নমস্কার কর! জলদি!'



ইভান ইভানিচ সবদিকে গলা বাড়িয়ে, মাথা ঝুঁকিয়ে ভদ্রতা দেখাল।

'বহুৎ আচ্ছা!.. এবারে মর!'

রাজহাঁসটা চিত হয়ে শুয়ে উপরের দিকে পা উঠিয়ে দিল। এই ধরনের আরো কয়েকটা ছোটখাট কসরৎ দেখাবার পর অচেনা লোকটি হঠাৎ নিজের মাথা চেপে ধরে মুখে খুব ভয় ফুটিয়ে চীৎকার করে উঠল:

'বাঁচাও! আগুন! পুড়ে গেলুম!'

ইভান ইভানিচ ফ্রেমের দিকে দৌড়ে গিয়ে ঠোঁট দিয়ে একটা দড়ি তুলে নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

অচেনা লোকটি খুব সন্তুষ্ট হয়ে গেল। রাজহাঁসটার গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সে বলল:

'বহুৎ আচ্ছা, ইভান ইভানিচ! এখন মনে কর তুই হলি গিয়ে একজন জহুরী, এই সোনাদানা, হীরে মুক্তো বেচিস। এখন ধর্ — তুই দোকানে গেলি, গিয়ে দেখলি চোর ঢুকেছে। এই অবস্থায় তুই কি করবি?'

রাজহাঁসটা ঠোঁট দিয়ে অন্য দড়িটা তুলে নিয়ে টান মারল। তার ফলে তক্ষুণি একটা কান-ফাটানো গুলির আওয়াজ শোনা গেল। ঘণ্টা বাজানোটা কাশ্তান্কার খুব ভাল লেগেছিল কিন্তু গুলি ছোঁড়াতে সে এত মেতে গেল যে ছোট্ট ফ্রেমটার চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঘেউঘেউ করতে লাগল।

অচেনা লোকটি চীৎকার করে উঠল:



'মাসি! নিজের জায়গায় যা, চুপ করে থাক।'

গুলি ছুঁড়েই ইভান ইভানিচের কাজ ফুরোল না। তারপর পুরো একঘণ্টা ধরে অচেনা লোকটি ওকে দড়ি বেঁধে চাবুকের আওয়াজ করে তার চারদিকে দৌড় করাল। তার উপর রাজহাঁসটিকে আবার বেড়া ডিঙোতে হল, আংটার মধ্য দিয়ে গলে যেতে হল, খাড়া হতে হল, মানে লেজের উপর বসে দু'পা নাড়াতে হল। কাশ্‌তান্‌কা ইভান ইভানিচের উপর থেকে একবারও চোখ ফেরায় নি: উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠেছে, মাঝে মাঝে তার পেছনে ঘেউঘেউ করে ছুটে গিয়েছে। রাজহাঁসের সঙ্গে নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অচেনা লোকটি কপাল থেকে ঘাম মুছে চেঁচিয়ে ডাকল:

'মারিয়া! খাভ্‌রোনিয়া ইভানোভ্‌নাকে এখানে নিয়ে এসো!'

মিনিট খানেকের মধ্যেই একটা ঘোঁৎঘোঁতানি শোনা গেল... কাশ্‌তান্‌কা গরগর করে উঠল, ভাব করলে যেন মোটেই ভয় পাচ্ছে না, তাহলেও কী হয় বলা যায় না ভেবে কাছিয়ে গেল অচেনা লোকটির দিকে। দোর খুলে গেল আর কি সব বকতে বকতে উঁকি দিল একটা বুড়ি, ঢুকিয়ে দিলে কালো মতো খুবই বদখত একটা শুয়োর। কাশ্‌তান্‌কার গোঙানির দিকে কোন নজর না দিয়ে শুয়োরটা মুখ তুলে আনন্দে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল। বোঝাই যাচ্ছিল তার মনিবকে আর ইভান ইভানিচ আর বিড়ালটাকে দেখে সে ভারী খুশি হয়েছে। যখন সে বেড়ালটার কাছে গিয়ে তার পেটের তলায় একটুখানি ধাক্কা মারল আর রাজহাঁসের সঙ্গে কি সব কথা বলল তখন তার নড়াচড়ায়, গলার স্বরে, লেজ নাড়ায় বেশ একটা ভালো মানুষির ভাব ফুটে উঠল। কাশ্‌তান্‌কা বুঝতে পারল যে এরকম একজন লোকের পেছনে গরগর করার কোন দরকার নেই।

মনিব ফ্রেমটা সরিয়ে দিল, চেঁচিয়ে ডাকল:

'ফিওদর তিমোফেইচ, এগিয়ে আয়!'

বেড়ালটা উঠে দাঁড়াল, আড়িমুড়ি ভাঙল, তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে যেন দয়া করছে এমনিভাবে এগিয়ে গেল শুয়োরটার কাছে।



মনিব শুরু করল:

'আ-চ্ছা, তাহলে মিশরের পিরামিড দিয়েই আরম্ভ করা যাক!'

অনেকক্ষণ ধরে সে কি সব বোঝাল, তারপর হুকুম দিল:

'এক... দুই... তিন!'—'তিন' বলতেই ইভান ইভানিচ ডানা নেড়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল শুয়োরের পিঠে। যখন সে ডানা আর গলা দিয়ে টাল সামলে শুয়োরের খোঁচা খোঁচা পিঠের উপর ঠিকঠাক হয়ে বসেছে তখন ফিওদর তিমোফেইচ কুঁড়ের মতো হেলাফেলা করে শুয়োরের পিঠ বেয়ে উঠে পড়ল, — .ভাবখানা যেন ওর এই বিদ্যায় তার বড়োই অবহেলা, কিছুই তার এসে যায় না; তারপর অনিচ্ছার সঙ্গে রাজহাঁসটার পিঠে চড়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল। অচেনা লোকটি যাকে 'মিশরের পিরামিড' বলছিল তা করা হয়ে গেল। কাশ্‌তান্‌কা উত্তেজনার চোটে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু এই সময় বুড়ো বেড়ালটা হাই তুলতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে রাজহাঁসের উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। ইভান ইভানিচও কাত হয়ে পড়ে গেল। অচেনা লোকটি চীৎকার করে শাসিয়ে উঠল আর আবার কি সব বোঝাতে লাগল। ঘণ্টাখানেক পিরামিড নিয়ে ব্যস্ত থাকার পর ক্লান্তিহীন মনিব ইভান ইভানিচকে বেড়ালের উপর চড়তে শেখাল, তারপর শুরু করল বেড়ালকে সিগারেট খাওয়াতে, — চলল এমনি করে।

সব শেখানো শেষ হবার পরে তবেই মনিব কপাল থেকে ঘাম মুছে বেরিয়ে গেল, আর ফিওদর তিমোফেইচ বিরক্ত হয়ে গরগর করতে করতে গিয়ে তোষকের উপর শুয়ে চোখ বুজল আর ইভান ইভানিচ এগিয়ে গেল খাবারের গামলার দিকে, শুয়োরটাকে বের করে নিয়ে গেল সেই বুড়িটা।

নতুন সব অভিজ্ঞতার দৌলতে দিনটা কাশ্‌তান্‌কার কোথা দিয়ে যেন কেটে গেল আর সন্ধ্যা বেলা ওকে তোষক সমেত দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ছোট্ট ঘরটাতেই নিয়ে আসা হল। তারপর রাত কাটাল ও ফিওদর তিমোফেইচ আর রাজহাঁসটার সঙ্গে।

পঞ্চম অধ্যায়
বাহাদুর ! বাহাদুর !

কাটল একমাস।

প্রতি সন্ধ্যায় চমৎকার খাওয়া আর 'মাসি' নামে ডাকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল কাশ্‌তান্‌কা। সেই অচেনা লোকটির সঙ্গে আর ওর ঘরের নতুন সাথীদের সঙ্গে থাকতেও কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না ওর। জীবন কাটছিল একদম নির্ঝঞ্ঝাটে।

প্রত্যেকটি দিন শুরু হত একইভাবে। সাধারণত ইভান ইভানিচই ঘুম থেকে উঠত সকলের আগে। তারপর সে এগিয়ে যেত, হয় বেড়ালটার কাছে, নয়তো মাসির কাছে। তারপর গলাটাকে বেঁকিয়ে নিয়ে আবেগ ভরে যুক্তি দিয়ে কী সব বলত কিন্তু আগের মতোই তা কিছু বোঝা যেত না। মাঝে মাঝে মাথাটাকে উপরের দিকে তুলে সে লম্বা স্বগতোক্তি করে যেত। যেদিন ওদের প্রথম পরিচয় হয় সেদিন কাশ্‌তান্‌কা ভেবেছিল, সে অত বেশি বকে কারণ সে খুব পণ্ডিত। কিন্তু কিছুদিন পরেই তার ওপর ওর সব শ্রদ্ধা উবে গেল। এর পর সে যখন তার লম্বা-চওড়া বক্তৃতা নিয়ে ওর কাছে এগিয়ে যেত তখন ও আর মোটেই লেজ নাড়ত না। বরং বিরক্তিকর বাচালের মতো তার সঙ্গে ব্যবহার করত। কোনো রকম ভদ্রতা না করে খেঁকিয়ে উঠত, 'গর্‌-র্‌-র্‌।'

ফিওদর তিমোফেইচ ছিল অন্য একরকমের ভদ্রলোক। ঘুম থেকে জেগে উঠে সে টুঁ শব্দটিও করত না, নড়ত না, এমন কি চোখটি পর্যন্ত খুলত না। পারলে সে ঘুম থেকেই উঠত না। কেননা দেখাই যেত যে বেঁচে থাকা নিয়ে তার তেমন ভাবনাচিন্তা নেই। কোনকিছুর দিকেই তার টান নেই। সব কিছুতেই তার আলস্য, হেলাফেলা। এমন কি অমন চমৎকার খাওয়া খেয়েও সে বিরক্তিতে ফ্যাঁচ করে উঠত।

ঘুম থেকে উঠেই কাশ্‌তান্‌কা ঘরের চারদিকে ঘুরে কোণগুলো শুঁকতে শুরু করে দিত। ওকে আর বেড়ালটাকেই শুধু সমস্ত ফ্ল্যাটময় ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হত। নোংরা কাগজ-সাঁটা ঘরটার চৌহদ্দি পার হয়ে যাওয়ার অধিকার রাজহাঁসটার ছিল না, আর খাভ্‌রোনিয়া ইভানোভ্‌না তো উঠোনের মধ্যে কোথায় যেন এক চালার নিচে থাকত আর হাজির হত একমাত্র খেলা শেখানোর সময়। মনিবের ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হত; তারপর চা-টা খেয়ে সে শুরু করত তার কসরৎ। প্রতিদিনই সেই কাঠের ফ্রেম, চাবুক, আংটা ইত্যাদি নিয়ে আসা হত। আর রোজই পুনরাবৃত্তি হত প্রায় সেই একই জিনিসের। শেখানো চলত তিন-চার ঘণ্টা ধরে, ফলে ফিওদর





তিমোফেইচ মাঝে মাঝে ক্লান্তিতে মাতালের মতো টলত আর ইভান ইভানিচ ঠোঁট ফাঁক করে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলত। মনিব লাল হয়ে উঠত, মুছে মুছেও কপাল থেকে তার আর ঘাম যেত না।

খাওয়া-দাওয়া আর খেলা শেখাতে দিনটা মজাতেই কাটত, কিন্তু সন্ধ্যাটাই বড় বিরক্তিকর হয়ে পড়ত। সন্ধ্যার দিকে মনিব সাধারণত বেড়াল আর রাজহাঁসটাকে নিয়ে কোথায় যেন চলে যেত। একা একা তোষকের উপর পড়ে থেকে থেকে কাশ্‌তান্‌কার মনটা খারাপ হয়ে যেত... ঘরের অন্ধকারের মতো কোথা থেকে অলক্ষ্যে একটা বিমর্ষতা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে যেন তাকে গ্রাস করে ফেলত। প্রথমটা কুকুরটার খাওয়ার কিংবা ঘেউঘেউ করার কিংবা ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করার সমস্ত ইচ্ছে নষ্ট হয়ে যেত। এমন কি চোখ মেলতে পর্যন্ত ইচ্ছে করত না। তারপর ওর কল্পনায় ভেসে উঠত দুটি অস্পষ্ট মূর্তি — হয়ত বা কুকুর, হয়ত বা মানুষ, — সুন্দর, মিষ্টি চেহারা; কিন্তু কেমন বোঝা মুশকিল। মূর্তি দুটো আসতেই লেজ নাড়ত সে। ওর মনে হত কোথায় যেন — কখন যেন — তাদের ও দেখেছিল, — ভালবেসেছিল... আর জেগে উঠেই মনে হত, লেই, বার্নিশ আর কাঠচাঁছির গন্ধ যেন পাওয়া যায় এই মূর্তি দুটো থেকে।

নতুন জীবনে যখন ও বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে আর একটা রোগা হাড্ডিসার দো-আঁশলা থেকে ও যখন একটা হৃষ্টপুষ্ট, যত্নলালিত কুকুরে পরিণত হয়েছে, তখন একদিন খেলা শেখানোর আগে মনিব ওকে ডেকে বলল:

‘এবার কাজকর্মে মন লাগানোর সময় হয়েছে রে মাসি! যথেষ্ট, যথেষ্ট বগল বাজিয়েছিস! আমি তোকে শিল্পী করে গড়ে তুলতে চাই... শিল্পী হবি?’

তারপর সে তাকে তালিম দিতে লাগল নানারকম বিদ্যায়। প্রথম পাঠেই ও পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শিখে গেল। এতে ওর ভীষণ আনন্দ হত। দ্বিতীয় পাঠে ওকে পেছনের পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছিনিয়ে নিতে হল একটুকরো মিছরি; মনিব সেটা ওর মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখত উঁচু করে। এর পরের পাঠগুলোতে ও নাচল, চক্কর দিয়ে দৌড়ে বেড়াল, বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ঘেউঘেউ করল, ঘণ্টা বাজাল,



গুলি ছুঁড়ল। আর মাসখানেক বাদেই ও বেশ ভালভাবেই ফিওদর তিমোফেইচের জায়গা নিতে পারল 'মিশরের পিরামিড'এ। ও আগ্রহ করেই শিখত আর পেরেছে বলে নিজেই খুশি হত। জিভ বার করে চক্কর দিয়ে ছোটা, আংটার মধ্য দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া আর বুড়ো ফিওদর তিমোফেইচের পিঠের উপর চড়ে ও খুব আনন্দ পেত। এককেটা কসরৎ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মহা উৎসাহে ও ঘেউঘেউ করে উঠত আর মনিবও অবাক হয়ে ভারি খুশি হয়ে হাত কচলাত। বলত:

'বাহাদুর! বাহাদুর তুই! নির্ঘাৎ খেল দেখাবি!'

'বাহাদুর' কথাটা শুনে শুনে মাসির এমন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে মনিব কথাটা বলতেই ও লাফিয়ে উঠে এমনভাবে তাকাত যেন ওটা ওর ডাক নাম আর কি!

ষষ্ঠ অধ্যায়
অস্বস্তিকর রাত

মাসি স্বপ্ন দেখছিল যেন জমাদার ওকে ঝাঁটা হাতে তাড়া করছে। ভয়ে ওর ঘুম ভেঙে গেল।

ছোট্ট ঘরখানা চুপচাপ, — অন্ধকার, গুমোট। ডাঁশ কামড়াচ্ছে। আগে মাসির কখনো অন্ধকারে ভয় হত না। এখন কিন্তু ওর কেন যেন ছমছম করতে লাগল। ইচ্ছা হল চীৎকার করে। পাশের ঘরে মনিবের সজোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেল; তারপর কিছু পরে শুয়োরটা ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল চালার নিচে; তারপর আবার সব চুপচাপ। খাওয়ার কথা ভাবলেই মনটা কেমন হাল্‌কা হয়; তাই মাসিও



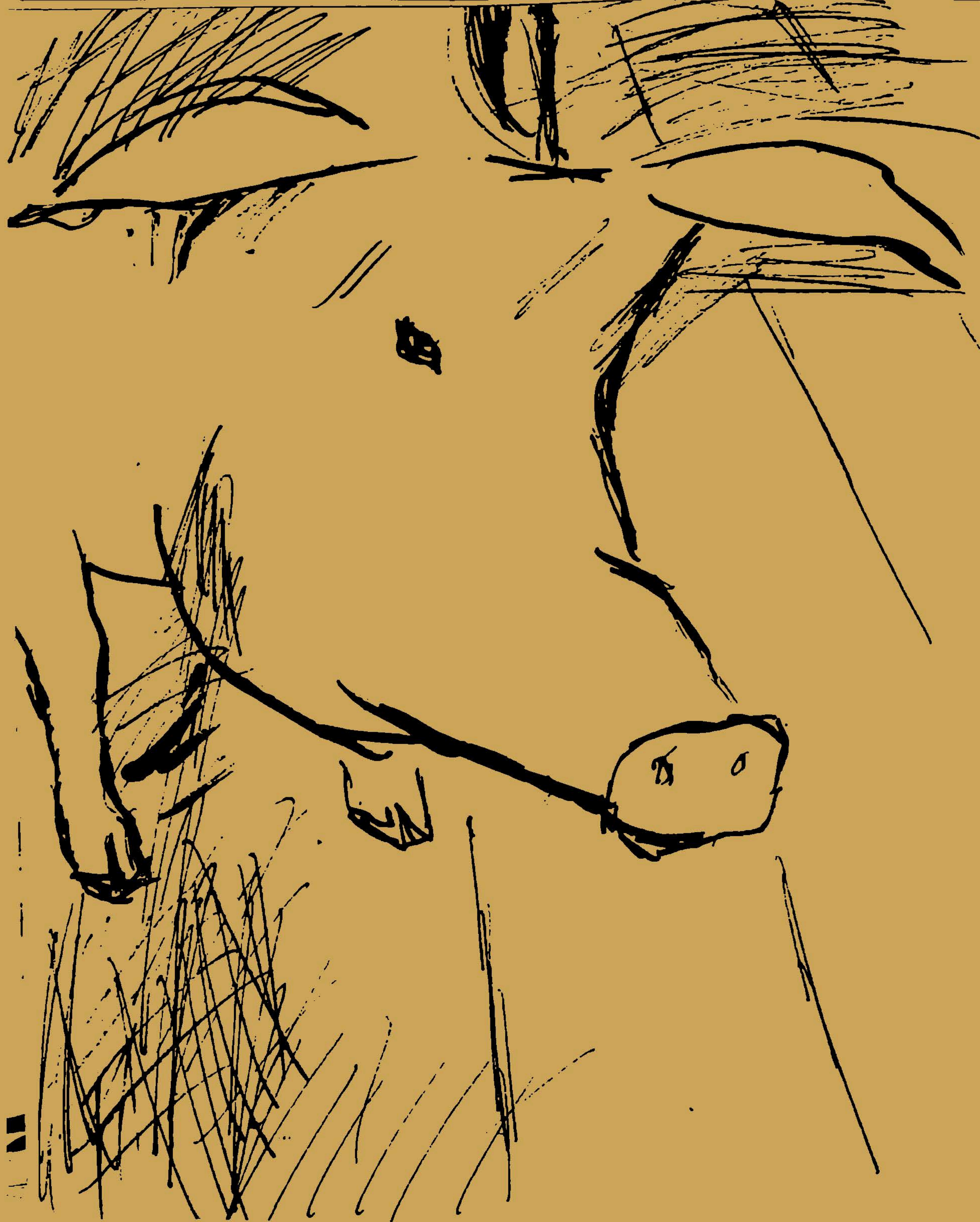


ভাবতে শুরু করে দিল কেমন করে আজ ও ফিওদর তিমোফেইচের কাছ থেকে মুরগির ঠ্যাং চুরি করে এনে, সেটাকে বসবার ঘরের আলমারি আর দেওয়ালের ফাঁকে একগাদা ধুলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। একবার গিয়ে দেখলে হয় ঠ্যাংটা আস্তো আছে কিনা। খুব সম্ভব মনিব ওটা দেখে খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু সকালের আগে ঘরের বাইরে যাওয়া বারণ — এই ছিল নিয়ম। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার জন্য মাসি চোখ বুজল, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে ওর জানা ছিল যে যত তাড়াতাড়ি ঘুমবে তত তাড়াতাড়ি সকাল হয়ে যাবে। কিন্তু হঠাৎ ওর ধারেকাছেই এমন একটা অদ্ভুত চীৎকার শোনা গেল যে তাতে ও শিউরে উঠে একেবারে চার-পায়ে লাফিয়ে উঠতে বাধ্য হল। চীৎকারটা করেছিল ইভান ইভানিচ, কিন্তু বরাবরের মতো যুক্তিতর্ক দিয়ে বকবকানি নয়, কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক কান-ফাটানো জংলী চীৎকার, দরজা খোলার সময়কার ক্যাঁচ করে ওঠার মতো। অন্ধকারে কিছু বুঝতে না পেরে আর দেখতে না পেয়ে মাসি আরো ভয় পেয়ে গেল আর গর্জে উঠল:

'গর্-র্-র্-র...'

একটা হাড় কামড়ে খেতে যতটা সময় লাগে ততটা সময় কাটল, কিন্তু আর চীৎকার হল না। মাসি আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্ন দেখল দুটো মস্ত কালো কুকুর, গায়ে তাদের খোঁচা খোঁচা জীর্ণলোম, একটা বড় গামলা থেকে লোভীর মতো বাসন-ধোয়া জল খাচ্ছে। গামলাটা থেকে বেশ সুগন্ধ বেরুচ্ছে আর সাদা ধোঁয়া উঠছে। মাঝে মাঝেই তারা মাসির দিকে তাকাচ্ছে আর দাঁত বের করে খেঁকিয়ে উঠছে, 'আমরা তোকে দেব না!' কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে ফারকোট গায়ে একজন চাষী বেরিয়ে এসে চাবুক মেরে ভাগিয়ে দিল; তখন মাসি গামলার কাছে গিয়ে খেতে শুরু করল; কিন্তু যেই না চাষী দরজার বাইরে গেছে, অমনি দুটো কালো কুকুরই ঘেউঘেউ করে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর হঠাৎ আবার শোনা গেল সেই কান-ফাটানো চীৎকার।

'প্যাক... প্যাক... প্যাক!..' চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইভানিচ।



জেগে গেল মাসি, লাফিয়ে উঠল, কিন্তু তোষক না ছেড়েই, ঘেউঘেউ করে ডেকে উঠল একটানা ডাক। ওর যেন মনে হতে লাগল— ইভান ইভানিচ না, চেঁচাচ্ছে অন্য কেউ, বাইরের কেউ। আবার কেন যেন চালার নিচে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল শুয়োরটা।

কিন্তু তারপরই জুতোর খস্‌খসানি শোনা গেল, ড্রেসিং গাউন গায়ে, মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকল মনিব।

ঝিকমিকে আলো ছড়িয়ে পড়ল দেওয়ালের নোংরা কাগজ আর ছাদের গায়ে, তাড়িয়ে দিল অন্ধকার। মাসি দেখল ঘরের মধ্যে বাইরের কেউ নেই। মেঝের উপর বসে আছে ইভান ইভানিচ; ঘুমোয় নি সে। তার ডানা দুটো নেতিয়ে পড়েছে, ঠোঁটটা হাঁ করা, মোটকথা তাকে দেখতে এমন লাগছিল যেন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে আর জল খেতে চাইছে। বুড়ো ফিওদর তিমোফেইচও ঘুমোয় নি। সেও নিশ্চয়ই চীৎকারের চোটে জেগে গিয়েছিল।

মনিব রাজহাঁসটাকে জিজ্ঞেসা করল, 'কি হয়েছে তোর ইভান ইভানিচ? চীৎকার করছিস কেন? অসুখ করেছে?'

রাজহাঁসটা চুপচাপ। মনিব তার ঘাড়ে হাত বুলিয়ে, পিঠে আদর করে বলল:

'তুই একটা খ্যাপা! নিজেও ঘুমুবি না, অন্যকেও ঘুমুতে দিবি না।'

মনিব যখন তার আলো নিয়ে বেরিয়ে গেল তখন আবার ঘনিয়ে এল অন্ধকার। মাসির ভয় ধরে গেল। রাজহাঁসটা অবশ্য আর চীৎকার করছিল না; কিন্তু ফের ধারণা হল অন্ধকারে যেন বাইরের কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার লোকটাকে কামড়ানোও মুশকিল, কারণ তাকে দেখা যাচ্ছে না, কোনো আকারও তার নেই। কেন যেন ওর মনে হল যে আজ রাতে খুব খারাপ কিছু একটা ঘটবেই ঘটবে। ফিওদর তিমোফেইচও অস্থির হয়ে পড়েছিল। কেমন করে সে তার তোষকের উপর ছটফট করছে, হাই তুলছে আর মাথা নাড়ছে তা কানে গেল মাসির

বাইরে — কোথায় যেন ঘা পড়ল ফটকে; চালার নীচে ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল শুয়োরটা। মাসি কুঁইকুঁই করে সামনের পা ছড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে মাথা গুঁজল



দরজার খটখটানি, কেন জানি না-ঘুমনো শুয়োরটার ঘোঁৎঘোঁৎ আর এই নিঝুম অন্ধকারে ওর ভয়ংকর আর অসহ্য লাগছিল, রাজহাঁসটার চীৎকারের মতোই ভয়ংকর। সবকিছুই সশংক অস্থির, কিন্তু কেন? অদৃশ্য এই লোকটা কে? ঐ যে ওখানে মাসির কাছেই দুটো সবুজ ফুলকি জ্বলে উঠল। চেনাশোনার পর এই সর্বপ্রথম ওর কাছে এগিয়ে এল ফিওদর তিমোফেইচ। কি তার দরকার? সে কেন এল? জিজ্ঞাসা না করেই মাসি ওর থাবাটা চাটল তারপর অন্যরকম গলায় মৃদু গরগর করে উঠল।

'ক্যা-ক... ক্যা-ক!' চেঁচিয়ে উঠল ইভান ইভানিচ, 'ক্যা-ক!..'

আবার খুলে গেল দরজা, মনিব ঢুকল আলো নিয়ে। আগের মতোই বসেছিল রাজহাঁসটা, ঠোঁটটা খোলা, এলিয়ে পড়া ডানা। চোখ দুটো বোজা।

মনিব ডাকল, 'ইভান ইভানিচ!'

রাজহাঁসটা নড়ল না। মনিব বসে পড়ল তার সামনে মেঝের উপরে, চুপচাপ দেখল তাকে খানিকক্ষণ, তারপর বলল:

'ইভান ইভানিচ! হল কি? মরে যাচ্ছিস নাকি? ওহ্! এখন মনে পড়ল!' সে চেঁচিয়ে উঠল, চেপে ধরল নিজের মাথা। 'জানি কেন এমন হয়েছে! আজ যে তোকে ঘোড়াটা মাড়িয়ে দিয়েছিল! হা ভগবান! হা ভগবান!'

মনিব কি বলছে তা মাসি বুঝতে পারল না, কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝল যে সে একটা ভয়ংকর কিছুর আশংকা করছে। অন্ধকার জানালার দিকে নাকটা এগিয়ে দিয়ে ও ঘেউঘেউ করে উঠল; ওর মনে হল ওটার ভেতর দিয়ে অন্য কে আরেকটা যেন উঁকি মারছে।

হতাশার ভঙ্গিতে দুহাত উলটে মনিব বলে উঠল, 'ও মরে যাচ্ছে রে মাসি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, মরে যাচ্ছে! তোদের এই ঘরে মরণ ঢুকেছে। কি করা যায়?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, মাথা নাড়তে নাড়তে, ঘাবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়ে মনিব ফিরে গেল তার শোবার ঘরে। অন্ধকারে থাকতে মাসির ভয় হল; সেও চলল তার পিছু পিছু। বিছানায় বসে কেবলই সে বলতে লাগল:



'হে ভগবান! করা যায় কি!'

মাসি তার পায়ের কাছে ঘ্রঘ্র করছিল; ও ব্ঝতে পারছিল না কেন ওর এমন মন খারাপ লাগছে আর কেনই বা সবাই এমন ছটফট করছে, আর তা বোঝার জন্যে তার প্রত্যেকটা নড়াচড়া লক্ষ করতে লাগল। ফিওদর তিমোফেইচ বড়ো একটা ওঠে না, সেও এবার তার তোষক ছেড়ে মনিবের শোবার ঘরে ঢুকল আর তার পায়ের কাছে গা ঘষতে লাগল। বেড়ালটা মাথা নেড়ে উঠছিল যেন তার দ্শিচন্তাগ্লোই ঝেড়ে ফেলতে চাচ্ছে, আর সন্দিগ্ধভাবে উ'কি দিচ্ছিল বিছানার নিচে।

একটা প্লেট বের করে আনল মনিব; হাত ধোয়ার কল থেকে তাতে জল ঢালল। তারপর আবার গেল রাজহাঁসটার কাছে।

প্লেটটা তার সামনে রেখে নরম করে সে বলল:

'খা ইভান ইভানিচ! খা লক্ষ্মী সোনা।'

ইভান ইভানিচ কিন্তু নড়লও না, চোখও খ্লল না। মনিব ওর মাথাটা ধরে এগিয়ে দিল প্লেটের দিকে, ঠোঁটটা ডুবিয়ে দিল জলের মধ্যে, রাজহাঁসটা কিন্তু জল খেল না, আরো আলগা হয়ে এলিয়ে পড়ল তার ডানা, মাথাটা অমনিই পড়ে রইল প্লেটের মধ্যে।





'নাঃ, আর কিছু করার নেই!' দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ল মনিব, 'সব শেষ! চলে গেল ইভান ইভানিচ!'

তার গালের উপর দিয়ে চিক্‌চিক্‌ করে গড়িয়ে পড়তে লাগল চোখের জল বৃষ্টির সময় শার্সি বেয়ে যেমন পড়ে। কি হয়েছে বুঝতে না পেরেও ফিওদর তিমোফেইচ আর মাসি তার কাছে ঘেঁসে এসে সভয়ে তাকিয়ে দেখল রাজহাঁসটাকে।

করুণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মনিব বললে, 'বেচারা ইভান ইভানিচ! আমি এদিকে ভাবছিলাম বসন্তকালে তোকে নিয়ে চলে যাব গাঁয়ের বাড়িতে, ঘুরে বেড়াব তোর সঙ্গে সবুজ ঘাসে ঘাসে। আমার আদরের সাথী রে! তুইও ছেড়ে গেলি! তোকে বাদ দিয়ে আমার চলবে কি করে!'

মাসির মনে হল ওরও যেন তাই হবে, ঠিক অমনিভাবে অজানা কী কারণে ওরও চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, পা দুটো ছড়িয়ে পড়ে মুখটা হাঁ হয়ে যাবে আর সবাই ওর দিকেও অমনি ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকবে। বোঝাই যাচ্ছিল ঐ একই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল ফিওদর তিমোফেইচেরও মনে। বুড়ো বেড়ালটা আগে কখনও এখনকার মতো এমন মনমরা হাঁড়িমুখ হয় নি।

ভোর হয়ে এল, আর সেই অদৃশ্য লোকটা, মাসি যাকে এত ভয় পাচ্ছিল সেও আর রইল না। যখন একদম ফর্সা হয়ে গেছে তখন দরোয়ান এসে রাজহাঁসটার ঠ্যাং ধরে কোথায় যেন নিয়ে চলে গেল। খানিকক্ষণ পরে হাজির হল বুড়িটা, গামলাটা নিয়ে গেল সে-ই।

মাসি বসবার ঘরে গিয়ে আলমারীর পিছনে তাকিয়ে দেখল; নাঃ, মনিব মুরগির ঠ্যাংটা খেয়ে ফেলে নি, ওটা ধুলো আর মাকড়সার জালের মধ্যে জায়গা মতোই আছে। কিন্তু মাসির মন খারাপ লাগছিল, বিরক্তি লাগছিল, কাঁদতে ইচ্ছে করল। ঠ্যাংটা ও শুঁকে পর্যন্ত দেখল না; সোফার নিচে ঢুকে বসে রইল আর করুণ গলায় আস্তে কেঁউকেঁউ করতে শুরু করল:

'কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ...'

সপ্তম অধ্যায়
খেলা ভণ্ডুল

হঠাৎ এক সন্ধ্যায় মনিব দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা সেই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে হাত ঘষতে ঘষতে বলল

'তাহলে এবার...'

সে নিশ্চয়ই কিছু একটা বলতে চাইছিল কিন্তু না বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তালিম নেওয়ার সময় থেকেই মনিবের মুখ আর গলার স্বরকে মাসি চিনেছিল খুব ভাল করে; ওর মনে হল সে চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন তো হয়েছেই, চটেও গিয়েছে। খানিকক্ষণ পরে সে ঘরে এসে বলল:

'আজ আমি আমার সঙ্গে মাসি আর ফিওদর তিমোফেইচকে নিয়ে যাব। মাসি, তুই আজকে 'মিশরের পিরামিড'এ স্বর্গীয় ইভান ইভানিচের জায়গা নিবি। কি যে হবে তা শয়তানই জানে! কিছুই তৈরি নেই, অভ্যাস করা হয় নি, মহড়া হয়েছে কম। মুখে চুণকালি পড়বে, নাম ডুববে!'

তারপর সে আবার বেরিয়ে গেল। মিনিটখানেকের মধ্যেই চোঙাটুপি আর ফারকোট পরে ঘরে এল। বেড়ালটার কাছে এসে সে তাকে সামনের ঠ্যাং ধরে তুলে নিয়ে ফারকোটের তলায় বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। ফিওদর তিমোফেইচ এতেও খুবই নির্লিপ্ত ভাব দেখাল, এমন কি চেষ্টা করে চোখ দুটোও একবার খুলল না। কিছুতেই যেন ওর কিছু এসে যায় না, শুয়ে থাকলেই বা কি আর ঠ্যাং ধরে ওকে তুলে নিলেই বা কি; তোষকে পড়ে থাকাই বা কি আর ফারকোটের নিচে মনিবের বুকে থাকাই বা কি — সবই সমান।

মনিব বলল, 'মাসি চল!..'





কিছু না বুঝেই লেজ নাড়তে মাসি তার পেছনে পেছনে চলল। মিনিট-খানেকের মধ্যেই ও এসে স্লেজ গাড়ির মধ্যে মনিবের পায়ের কাছে বসে পড়ল আর শুনতে লাগল, শীতে আর উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে কেমন বিড়বিড় করে চলেছে:

'মুখে চুণকালি পড়বে! নাম ডুববে!'

স্লেজখানা এসে দাঁড়াল ওল্টানো কড়াইয়ের মতো মস্ত একটা অদ্ভুত বাড়ির সামনে। তিনটে কাঁচের দরজাওয়ালা এই বাড়ির লম্বা করিডোরটা ডজনখানেক উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছিল। ঝনঝন করে এক একবার দরজাগুলো খুলে যাচ্ছে আর যেন হাঁ-করে গিলে খাচ্ছে দরজার কাছে জোটা মানুষগুলোকে; লোক অনেক; বারে বারেই করিডোরের দিকে এগিয়ে আসছে এক একটা ঘোড়া; কিন্তু কুকুরের দেখা মিলল না।

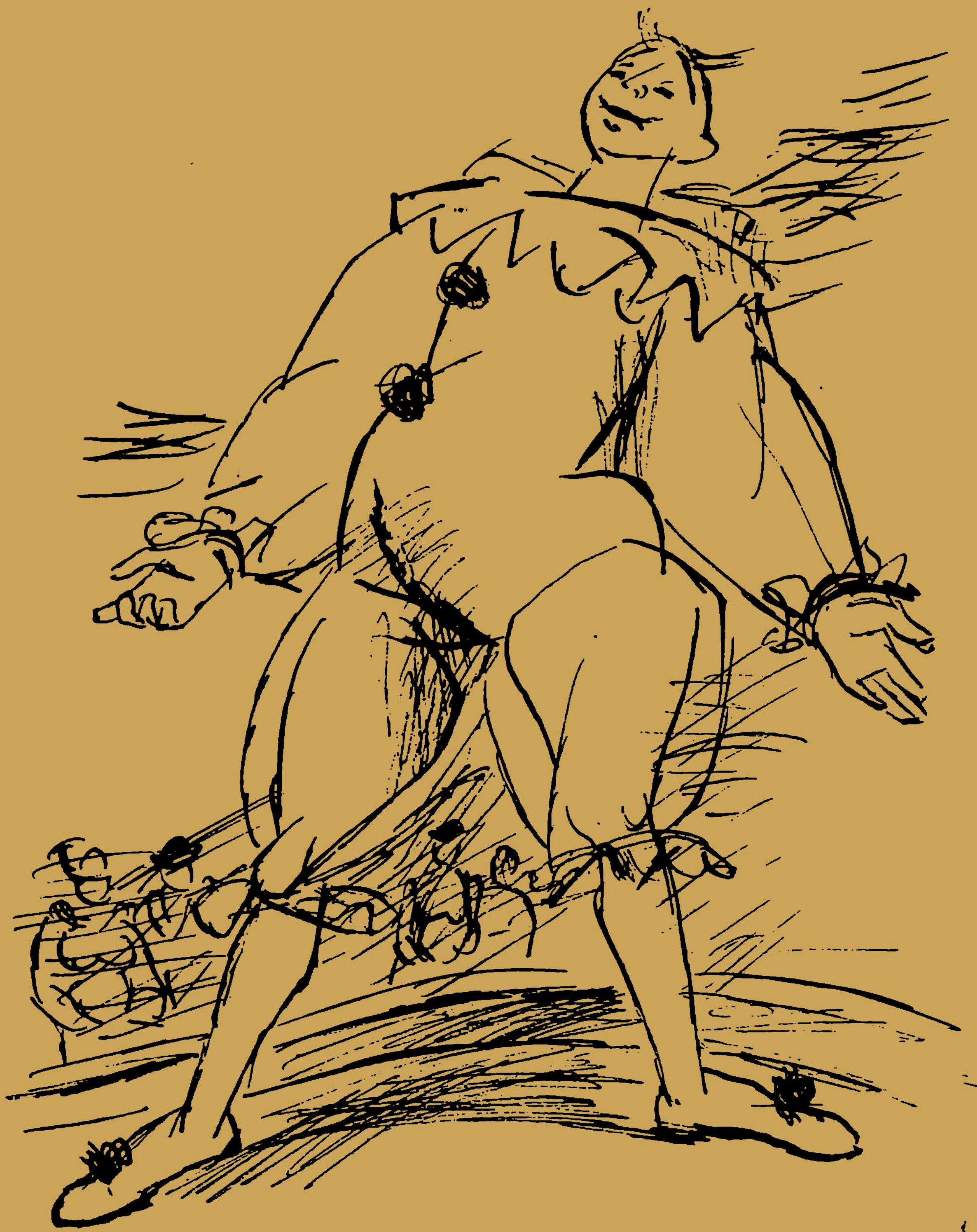
মনিব মাসিকে ধরে ফারকোটের নিচে বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল; ফিওদর তিমোফেইচও ওখানেই ছিল। জায়গাটা গুমোট আর অন্ধকার হলেও বেশ গরম। মুহূর্তের জন্যে দুটো আবছা সবুজ আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল, পড়শীর ঠান্ডা শক্ত থাবায় গা লাগতে চোখ মেলল বেড়ালটা। মাসি তার কান চেটে দিল তারপর সম্ভবত আরেকটু আরামদায়ক জায়গা খুঁজতে গিয়ে, ছটফট করে নড়েচড়ে উঠল, ওর ঠান্ডা পায়ের নিচে একদম চেপ্টে দিল বেড়ালটাকে। তারপর দৈবাৎ ফারকোটের তলা থেকে মাথা বার করে ফেলেই রাগে গরগর করে আবার ডুব মারল ফারকোটের নিচে। ওর মনে হয়েছিল যেন দৈত্যদানব ভর্তি মস্ত একটা আধো অন্ধকার ঘর ও দেখতে পেয়েছে; ঘরের দুপাশে লাগানো লম্বা গরাদ আর পার্টিশনগুলোর পেছন থেকে উঁকি মারছিল কেমন ভয়ংকর সব মুখ: কোনটা ঘোড়ার মতো, কেউ শিংওয়ালা, কারো লম্বা কান, আর একটা প্রকান্ড মোটা বদন তার নাকের জায়গায় একটা লেজ, আর মুখ থেকে বেরিয়ে আছে দুটো চাঁছাছোলা লম্বা লম্বা হাড়।

বেড়ালটা মাসির পায়ের নিচে ভাঙা গলায় ডেকে উঠল; কিন্তু তখনি খুলে গেল ফারকোটটা আর মনিব বলে উঠল, 'নামো!' ফিওদর তিমোফেইচ মাসির





সঙ্গেই লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝের উপর। ওরা তখন ছেয়ে রঙের তক্তার দেওয়ালওয়ালা একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে। ওখানে আয়না লাগানো একটা টেবিল, একটা টুল, কোণে ঝোলানো কতকগুলো ন্যাকড়া ছাড়া অন্য কোন আসবাবপত্র ছিল না; হারিকেন বা মোমবাতির বদলে দেওয়ালে লাগানো একটা পাইপ থেকে পাখার মতো ছড়িয়ে জ্বলছিল একটা ঝলমলে আলো। মাসির চাপে দুমড়ানো লোমগুলো চেটে নিয়ে ফিওদর তিমোফেইচ টুলের তলায় ঢুকে শুয়ে পড়ল। মনিব তখনো উদ্বিগ্ন; হাত ঘষতে ঘষতে কাপড় ছাড়তে শুরু করল সে... বাড়িতে কম্বলের তলায় শোবার জন্য তৈরি হতে গিয়ে সাধারণত যেমনি করে কাপড় ছাড়ে তেমনি করেই সে কাপড় ছাড়ল, তার মানে অন্তর্বাস ছাড়া খুলে ফেলল আর সবকিছুই, তারপর টুলের উপর বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের উপর অদ্ভুত সব কারিকুরি করতে শুরু করল। প্রথমে সে মাথায় পরল একটা পরচুলা, সেটা দুদিকে পাত করা আর পাকিয়ে পাকিয়ে শিংয়ের মতো উপর দিকে উঠে গিয়েছে, তারপর মুখময় পুরু করে সাদা সাদা কি যেন মাখল, শেষে সেই সাদার উপরে ভুরু আঁকল, গোঁফ আঁকল; আর লাগাল লাল রং। কারিকুরি কিন্তু ওখানেই শেষ হল না। মুখ আর ঘাড় নোংরা করে সে একটা কিম্ভূতকিমাকার পোষাক গায়ে চড়াতে লাগল। এমন পোষাক মাসি আগে কখনো দেখে নি, না বাড়িতে, না রাস্তায়। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, মধ্যবিত্ত গেরস্তঘরে পর্দা আর আসবাবপত্রের ঢাকনার জন্য যা ব্যবহার করা হয় তেমনিতরো মস্ত মস্ত ফুলকাটা সুতী কাপড় জুড়ে একটা বেদম ঢোলা প্যান্টুলুন, তার বোতামের ঘরগুলো একেবারে বগলের নিচে গিয়ে উঠেছে, আর একখানা পা সেলাই করা হয়েছে বাদামী রংয়ের কাপড়ে, আরেকখানা পা ঝলমলে হলুদ রংয়ের কাপড়ে। ওটার মধ্যে গা-ডুবিয়ে মনিব আরেকটা ছিট জামা গায়ে চড়াল, তাতে একটা মস্ত বড় কুঁচিকাটা কলার আর পিঠের উপর মস্ত একটা সোনালি তারা। আর পরল নানা রংয়ের মোজা, সবুজ রংয়ের জুতো...



মাসির চোখে মনে রঙবেরঙের ঘোর লাগল। সাদামুখো, বস্তামার্কা মূর্তিটা থেকে মনিবের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। তার গলার স্বরটাও পরিচিত, মনিবের মতোই, কিন্তু সময় সময় মাসির সন্দেহ ঘোরতর হচ্ছিল আর এই রঙবেরঙ মূর্তিটার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘেউঘেউ করে উঠতেও পারত। নতুন জায়গা, পাখার মতো ছড়িয়ে জ্বলা আলো, গন্ধ, মনিবের এই অদ্ভুত চেহারা বদল — এই সব মিলিয়ে ওর মধ্যে এমন একটা অনিশ্চিত ভয় আর আশঙ্কা জেগে উঠল যে নাকের জায়গায় লেজওয়ালা সেই মোটা মুখটার মতো নির্ঘাৎ একটা ভয়ঙ্কর কিছুর সামনে পড়ে যাবে বলে ওর মনে হল। তাতে আবার দেওয়ালের ওপারে দূরে কোথায় যেন বিদ্ঘুটে বাজনা বাজছিল আর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল দুর্বোধ্য গর্জন। একটি মাত্র জিনিসই ওকে ভরসা দিল — সেটি হল ফিওদর তিমোফেইচের নির্বিকার ভাব। সে নির্বিঘ্নে টুলের তলায় ঘুম মারছিল, এমন কি টুলটা নড়ে উঠলেও চোখ মেলছিল না।

সাদা ওয়েস্টকোট আর সান্ধ্য পোষাকপরা কে একজন লোক ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে বলল:

'এখন যাচ্ছেন মিস্ আরাবেল্লা। তার পরেই — আপনি।'

মনিব কোন উত্তর দিল না; টেবিলের তলা থেকে টেনে বের করল একটা ছোট্ট সুটকেস, তারপর বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকল। তার ঠোঁট আর হাত দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে বিচলিত হয়ে আছে; মাসি শুনতে পাচ্ছিল কিরকম কেঁপে কেঁপে তার নিঃশ্বাস পড়ছে।

দোর থেকে কে যেন হাঁক দিল, 'আসুন! মিঃ জর্জ!'

মনিব দাঁড়িয়ে উঠে নিজের উপর তিনবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল তারপর টুলের তলা থেকে বেড়ালটাকে বের করে এনে সুটকেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

নিচু গলায় সে ডাকল, 'মাসি! আয়!'

মাসি কিছুই বুঝতে না পেরে এগিয়ে গেল তার হাতের কাছে; সে ওর মাথার উপর একটা চুমু দিয়ে ওকেও ফিওদর তিমোফেইচের সঙ্গেই ভরে নিল।



তারপরেই অন্ধকার... মাসি বেড়ালটার গা মাড়িয়ে দিল, আঁচড়াতে লাগল সুটকেসের ভেতরটা, কিন্তু ভয়ের চোটে টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। সুটকেসটা দুলে উঠতে লাগল ঢেউয়ের মতো, কাঁপছিল...

'এই যে, আমি এসে গেছি!' জোরে চেঁচিয়ে উঠল মনিব, 'এই যে এসে গেছি!'

মাসি বুঝতে পারল যে এই চীৎকারের পরই সুটকেসটা একটা শক্ত কিছুর সঙ্গে ঠোক্কর খেল আর দুলুনিও থামল। একটা বিরাট গর্জন শোনা গেল; কাউকে লক্ষ্য করে যেন একটা হাততালি দেওয়া হল এবং এই একটা কেউ সম্ভবত সেই নাকের জায়গায় লেজওয়ালা দানবটাই হবে; চীৎকার করে এমন করে সেই কেউ একটা হেসে উঠল যে সুটকেসের তালাটা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। এই গর্জনের উত্তরে মনিব খিলখিল করে হেসে উঠল। এমনি করে বাড়িতে সে কখনও হাসে না।

গর্জনকেও ডুবিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় সে চেঁচিয়ে বলল, 'হাঁ! মাননীয় সজ্জনবৃন্দ! আমি এইমাত্র স্টেশন থেকে এলুম! আমার দিদিমা স্বর্গে গেছেন কিনা, আমার জন্যে এই সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন! এই সুটকেসটায় খুব ভারী কিছু জিনিস আছে! নিশ্চয়ই সোনাদানা... হাঁ! হয়ত লাখ টাকাই আছে! দেখি, এখানেই খুলে দেখি!..'

সুটকেসের তালাটা খুট্ করে উঠল। ঝলমলে আলোতে মাসির চোখ ধাঁধিয়ে গেল; লাফিয়ে বেরিয়ে এল ও সুটকেস থেকে; চীৎকারের চোটে ওর কানে তালা লেগে যাওয়ায় মনিবের চারদিকে ও যত জোরে পারে ছুটতে শুরু করে দিল আর একটানা ঘেউঘেউ করে চলল।

মনিব চেঁচাল, 'হাঁ! ফিওদর তিমোফেইচ খুড়ো! আমার আদরের মাসি! সোহাগী সব কুটুম, জাহান্নামে যাও সব!'

বালির উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে বেড়ালটাকে আর মাসিকে ধরে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে শুরু করল। সেই ফাঁকে মাসি দেখে নিল এই নতুন জগৎটাকে যেখানে ও পাকেচক্রে এসে পড়েছে; আর তার এত জাঁকজমক দেখে অবাক হয়ে

মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে আনন্দে আড়ষ্ট হয়ে গেল। তারপর নিজেকে মনিবের কোলাকুলি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লাট্টুর মতো একই জায়গায় ঘুরতে শুরু করল। এই নতুন জগৎটা বিরাট আর ঝলমলে আলোয় ভরা; যেখানেই তাকাও না কেন মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত সমস্ত জায়গায়ই দেখা যাচ্ছে খালি মুখ আর মুখ, আর কিছুই না।

মনিব চেঁচিয়ে উঠল, 'মাসিমা, আমি তোমাকে বসতে বলছি!'

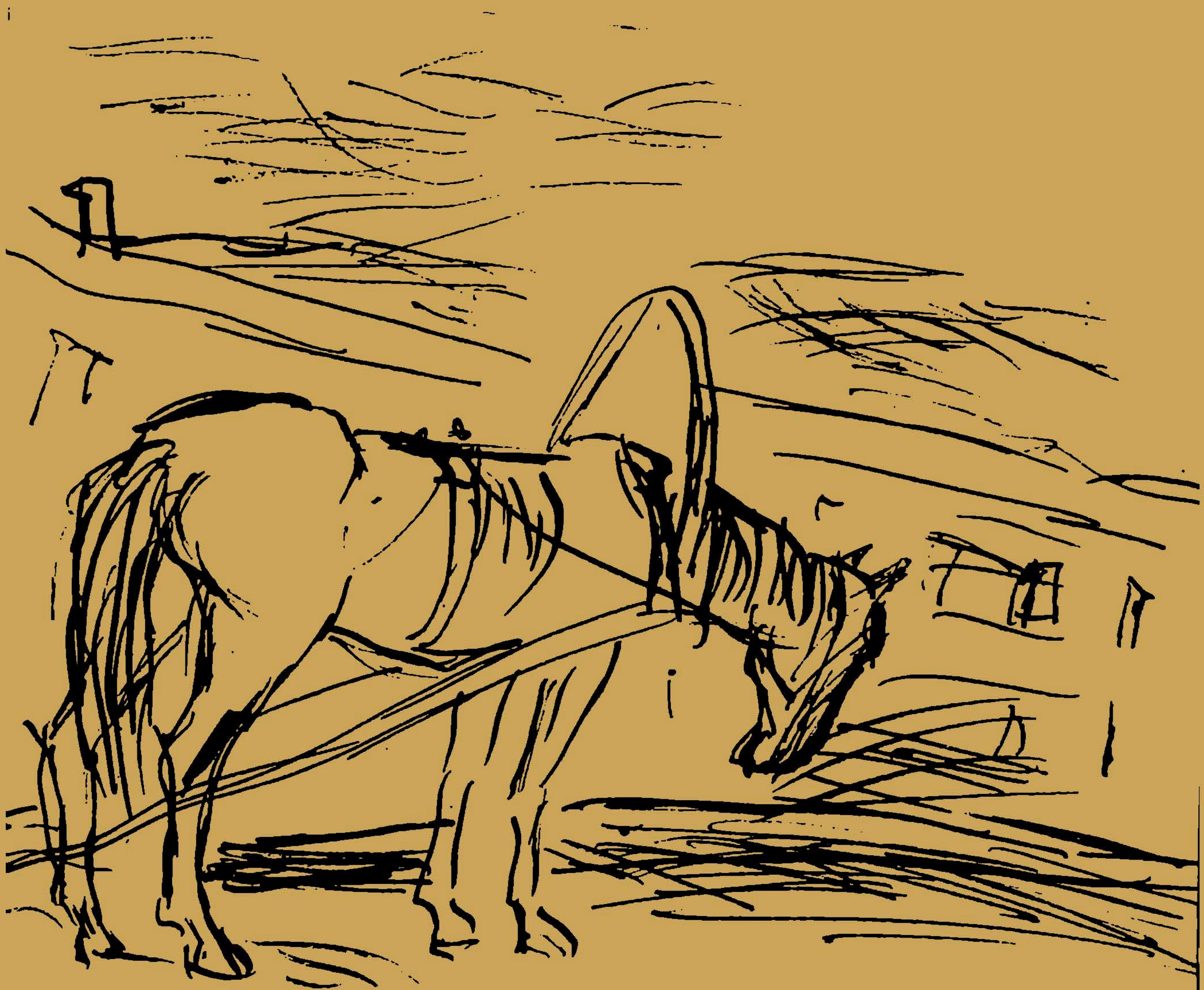
এর মানে কি তা মনে পড়ায় মাসি লাফিয়ে চেয়ারে উঠে বসল। মনিবের দিকে তাকিয়ে রইল ও। মনিবের চোখ দুটো বরাবরের মতোই গম্ভীর আর আদর মাখানো, কিন্তু মুখখানা, বিশেষ করে মুখের কোণ আর দাঁতগুলো একটা স্থির গালভরা হাসিতে কদর্য। নিজেই সে হেসে ফেটে পড়ছিল, লাফালাফি করছিল, কাঁধ ঝাঁকাচ্ছিল আর ভাণ করছিল যেন এই হাজার হাজার মুখের সামনে তার খুব খুশি-খুশি লাগছে। মাসি এই হাসি-খুশিকে সত্যি বলে বিশ্বাস করল, তারপর হঠাৎ সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করল যে এই হাজার হাজার মুখ ওরই দিকে তাকিয়ে আছে। শেয়ালমুখো মুখটা তুলে ও আনন্দের সঙ্গে ঘেউঘেউ করে উঠল।

মনিব ওকে বলল, 'মাসিমা, তুমি বসে থাক, আমরা এখন খুড়োর সঙ্গে একটু নাচব।'

কখন ওকে ওই সব ন্যাকামিগুলো করতে হবে সেই অপেক্ষায় ফিওদর তিমোফেইচ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরাসক্তভাবে আশেপাশে তাকাতে লাগল। নির্জীব ভঙ্গিতে হেলাফেলা করে গোমড়া মুখে সে নাচল; তার নড়াচড়া, লেজ আর গোঁফ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে সে ঘৃণা করে এই ভিড়কে, ঝলমলে আলোকে, মনিবকে, এমন কি নিজেকেও... তার নিজের নাচটুকু নেচে সে হাই তুলে বসে পড়ল।

মনিব বলল, 'এবার তাহলে মাসিমা এস, একটু গান করা যাক, তারপর নাচা যাবে, কেমন?'





পকেট থেকে সে একটা বাঁশি বের করে বাজাতে লাগল। মাসি বাজনা সহ্য করতে না পেরে অস্থির হয়ে চেয়ারের উপর ছটফট করতে করতে ঘেউঘেউ করে উঠল। চারদিক থেকে গর্জন আর হাততালি শোনা গেল। মনিব সেলাম করল — তারপর যখন সব চুপচাপ হয়ে গেল তখন আবার বাজাতে লাগল... একটা খুব চড়া সুর বাজানোর সময় উপরের লোকজনের মধ্যে কে যেন জোরে জোরে হায়-হায় করে উঠল।

একটা বাচ্চা ছেলের গলা চীৎকার করে উঠল, 'বাবা! এ যে কাশ্‌তান্‌কা!'

একটা মাতাল খনখনে সরু গলা সায় দিল, 'হ্যাঁ, কাশ্‌তান্‌কাই তো! কাশ্‌তান্‌কা! এই ফেদ্যুশ্‌কা, এটা যে, হে ভগবান, কাশ্‌তান্‌কা! শি-শি!'

কে যেন গ্যালারীর উপর থেকে সিটি মারল আর দুটো গলা — একটা বাচ্চার আরেকটা মরদের — জোরে জোরে হেঁকে উঠল:

'কাশ্‌তান্‌কা! কাশ্‌তান্‌কা!'

মাসি শিউরে উঠল আর যেদিক থেকে চীৎকার আসছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল; যেমনি করে ঝলমলে আলোগুলি প্রথমে ওকে ধাঁধিয়ে দিয়েছিল তেমনি করেই দুটো মুখ ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। একটা মুখ এক মাতাল নেশাখোরের — গোঁফদাড়িতে ভরা; আরেকটা মুখ ঘাবড়ে-যাওয়া এক বাচ্চার ফুলো ফুলো গোলাপী গালওয়ালা। ওর মনে পড়ে গেল; চেয়ার থেকে পড়ে গেল বালির মধ্যে। তারপর লাফিয়ে উঠে আনন্দে ঘেউঘেউ করে ছুটল মুখ দুটোর দিকে।

কানে তালা লাগানো গর্জন আর তীক্ষ্ণ সিটির মধ্য দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলের তীব্র চীৎকার শোনা গেল:

'কাশ্‌তান্‌কা! কাশ্‌তান্‌কা!'

মাসি লাফিয়ে বেড়া পার হল, কার একটা কাঁধের ওপর দিয়ে গিয়ে পেঁছিল বক্সে। পরের সারিতে যাওয়ার জন্য একটা উঁচু দেওয়াল পেরতে হল। মাসি লাফাল কিন্তু ওটা ডিঙোতে পারল না, ফের দেয়াল বেয়ে ঘেঁষটে নেমে এল। তারপর লোকের হাত থেকে হাতে উঠে যেতে লাগল সে, কার যেন হাত আর মুখ চেটে দিলে, উঁচু থেকে উঁচুতে উঠতে উঠতে শেষকালে সে গ্যালারীতে গিয়ে পেঁছিল।

আধ ঘণ্টাখানেক পরেই কাশ্‌তান্‌কা একদম রাস্তায়; সেই লোক দুটোরই পেছনে পেছনে যাচ্ছিল, যাদের গা থেকে লেই আর বার্নিশের গন্ধ বেরোয়। লুকা আলেক্সান্দ্রিচ টলছিল, কিন্তু ঠেকে শেখা সহজ বোধে এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল নর্দমাগুলো।

সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'পড়ে আছে সব পাপের অতলগর্ভে... আর তুই কাশ্‌তান্‌কা... তুই একটা ধাঁধা! মানুষের সঙ্গে তোর যা তফাৎ সে ধর এই যেমন ছুতোরের সঙ্গে আসবাব-মিস্ত্রির!'

বাবার টুপি মাথায় দিয়ে সঙ্গে হে'টে চলছিল ফেদ্যুশ্‌কা। তাদের দুজনেরই পেছনটায় তাকিয়ে দেখল কাশ্‌তান্‌কা। ওর মনে হল যেন বহুকাল ধরেই ও তাদের পেছন পেছন যাচ্ছে। আর মুহূর্তের জন্যও যে তার জীবনে ছেদ পড়ে নি, তাতে সে খুশি।

দেওয়ালে নোংরা কাগজ-সাঁটা ছোট্ট ঘরখানা ওর মনে পড়ল; মনে পড়ল ফিওদর তিমোফেইচকে, রাজহাঁসটাকে; মনে পড়ল সেই চমৎকার খাওয়া, তালিম নেওয়া; মনে পড়ল সার্কাসের কথা, কিন্তু এখন এই সব কিছুই ওর কাছে মনে হল যেন একটা মস্ত, গোলমেলে দুঃস্বপ্ন...

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union